# দুই 'ম'এর নারী শিক্ষা

আকাশ মালিক

নারী সম্মন্ধে ভগবান মনু ও পয়গাম্বর মুহাম্মদের (দঃ) ধারনায় মুলগত কোন পার্থক্য নেই। মনু ছিলেন শুধুই একজন ধর্ম সংস্কারক, নারী বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল একমাত্রীক, পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ এবং সর্বোপরি একজন রাষ্ট্র-নায়ক। তাই সব বিষয়েই মুহাম্মদের (দঃ) ধারণা ছিল বহুমাত্রীক। সে জন্যেই মুহাম্মদের (দঃ) কথায় ও হাদিস সমুহতে স্ববিরোধী বক্তব্য প্রকাশ পায়, একটা হাদিস্ আরেকটা হাদিস্কে সমর্থন করেনা বিধায় কিছু হাদিস্কে দুর্বল (জয়ীফ) আর কিছু হাদিস্কে স্ববল বলা হয়ে থাকে। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে একজন রাষ্ট্র-নায়কের এরকম পদক্ষেপ নেয়াটাই স্বাভাবিক।
নরী সম্মন্ধে ভগবান মনু বলেন-
- নৈতা রূপং পরীক্ষান্ত নাসাং বয়সি সংস্থিতি
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমানিত্যব ভুঞ্জতে। (মনুসংহিতা-৯অঃ ১৪ শ্লোক)

অর্থাৎ- স্ত্রীরা সৌন্দর্য অন্বেষণ করে না, যুব বা বৃদ্ধ ইহা ও দেখেনা, সুরূপ বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলেই উহার সহিত সঙ্গম করিতে চায়।

- নির্দয়ত্বং, তথা-দ্রোহং কুটিলত্বং বিশেষতঃ অশৌচং নির্ঘৃনত্বঞ্চস্ত্রীনাং দোষা স্বভাবজাঃ। (স্কন্ধ-পুরাণ, নাগর খন্ডম। শ্লোক ৬০ পৃঃ ৪৯৫৩)

অর্থাৎ- নির্দয়ত্, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ, ও নির্ঘৃণত্ব এই সমস্ত দোষ নারী জাতির স্বভাবজাত।

আর অশৌচদের ব্যাপারে হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে-
'একবার ই-দুল ফিতরের দিনে কয়েকজন মহিলা নবীজী মুহাম্মদের (দঃ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজী তাদের উদ্দেশ্যে বল্লেন 'হে রমনীগন, তোমরা বেশী-বেশী করে দান-খয়রাত করো, কারণ আমি মে-রাজের সময় জাহান্নাম ভ্রমনকালে দেখেছি দোজখের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশীর ভাগই নারী।' একজন রমনী জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর নবী, কেন এমনটি হবে? নবীজী উত্তর দেন 'তোমরা নির্দয়, দ্রোহী। অভিশাপ করা ও স্বামীর অবাধ্যতা তোমাদের স্বভাব। ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধি-মত্তায় তোমাদের মত নির্বোধ, অক্ষম, অজ্ঞান আর হয়না। তোমাদের কুটিলতায় একজন সৎ পুরুষ চোখের পলকে অসৎ হতে পারে।' একজন মহিলা জিজ্ঞেস করেন- নবীজী আমরা ধর্মচর্চায় ও বুদ্ধি-মত্তায় নির্বোধ, অক্ষম, অজ্ঞান, তার প্রমান কি? নবীজী উত্তর দেন 'আল্লাহপাক স্বাক্ষীর ব্যাপারে তোমাদের দুইজনকে এক পুরুষের সমান করেছেন, এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার প্রমান। তোমাদের মাসিক রক্তস্রাবের কারণে নামাজ পড়তে পারোনা রোজাও রাখতে পারোনা, এটাকি তোমাদের অক্ষমতা নয়? (আবু-সাঈদ আল্-কোদরী, সহীহ বোখারী শরীফ ৩০৯)
নবী মুহাম্মদ (দঃ) অশুচী নারীদের ব্যাপারে অন্য হাদীসে বলেন-
'তোমাদের মাসিক রক্তস্রাব বিবি হাওয়া (আঃ) কর্তৃক অপরাধের শাস্তি স্বরূপ।'

মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে স্ত্রালোকদিগকে অপবিত্র, না-পাক ঘোষনা দিয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করতে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে নামাজ-রোজা করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু দোয়া দরুদ পড়তে বা ব্যবহারীক কোন বস্তু বা স্বামী সেবা কিংবা তাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করেন নি। এ ব্যাপারে ভগবান মনু বলেন- 'নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মো ব্যবস্থিত /

নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রশ্চ স্ত্রিয়ো স্বইতমিতি স্থিতিঃ।'

অর্থাৎ- ব্রাহ্মণ সহ সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য বেদ-স্মৃতি পাঠ, মন্ত্র উচ্চারণ, পুজা, অর্চনা প্রভৃতিতে কোন অধিকার নেই। নারীরা কেবলই মিথ্যা পদার্থ।

- পৌংশ্চল্যাচ্চল চিত্তচ্চ নৈঃ স্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ

রক্ষাতাং যত্ন তোহলীহ ভর্ত্তম্বেতা বিকুবর্তে।

অর্থাৎ-পুরুষ দর্শন মাত্র স্ত্রীদের পুরুষের সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা জাগে, এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবতঃ স্নেহশুন্যতা প্রযুক্ত স্বামী কর্তৃক রক্ষিতা হলেও স্ত্রীলোক ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্রীয়া করে। ভগবান মনুর এই স্বগীয়-বাণী স্ত্রী, মা, বোন সকলের প্রতি প্রযোজ্য। মায়ের কথা উল্লেখ করে মনু আরো বলেন-

- দাসীং হাত্যাতু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ত্ততে-কামার্তে /

মাতরং গচ্ছেন গচ্ছেচ্ছিব চেটিকাম।

অর্থাৎ- শিবলিঙ্গ-সেবিকা দাসী হরণ করলে চিরকাল নরক ভোগ হয়ে থাকে। কামার্ত হয়ে বরং মাতৃগমন করবে তথাপি শিবলিঙ্গ সেবিকা গমন করবেনা।

মনু বিধবাদিগকে শিবের লিঙ্গ পুজা করার আদেশ দিয়েছেন, দ্বিতীয় বিবাহ নিষেধ করেছেন। মুহাম্মদ কামার্তে সাময়ীক, অস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন। অস্থায়ী বিবাহের ঘঠনাটা এরকম-

মক্কা বিজয়ের বৎসরে যুদ্ধরত মুসলিম সৈনিকগন সুদীর্ঘ ১৩দিন নারী বিহীন রজনী অতিবাহিত করার পর নবীজীর কাছে এই বলে আবদার করলেন- 'আল্লাহ্‌র রাসুল, কামজ্বালা আর সয়না, একটা বিহিত করুন।' দয়াল নবীজী দুটি শর্ত-সাপেক্ষ অস্থায়ী বিয়ের অনুমতি দিলেন। শর্তদ্বয় হলো (এক) যে মেয়ের সাথে অস্থায়ী বিয়ে-চুক্তি হবে তাকে একটা কিছু (ফি, মূল্য, মোহরানা?) দিতে হবে, তা যতই নুন্যমানের হউক। (দুই) তিন রাতের বেশী ঐ মাহিলাকে রাখা যাবেনা। হজরত সাবরা জোহানী (রাঃ) বলেন, নবীজীর অনুমতি পেয়ে আমি বনী সোলায়েম গোত্রের আমার এক বন্ধুকে নিয়ে মেয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। আমরা বনু-আমীর বংশের একজন সুন্দরী যুবতীর সম্মুখীন হলাম যার ছিল উষ্ট্রীর মত লম্বা গলা। আমরা তাকে প্রস্তাব দিলাম। প্রস্তাবে মহিলাটি জানতে চাইলো তাকে দেবার মত আমাদের কি আছে? আমরা বল্লাম, গায়ের চাদর ব্যতিত আমাদের কিছুই নেই। আমার বন্ধুর চাদর খানি আমার চাদরের চেয়ে অতীব সুন্দর ও মূল্যবান ছিল, তথাপি মেয়েটি আমাকেই গ্রহন করলো। আমি তিনদিন মহিলার সাথে থাকার পর নবীজী আদেশ দিলেন অস্থায়ী বিয়ের যাদের সময় সীমা শেষ হয়ে গেছে তাদের মহিলাদিগকে ছেড়ে দেয়া হউক। (সহীহ মুসলিম শরীফ ৩২৫২)

আরবী ভাষায় এ প্রকার বিবাহকে মু-তা বলা হয়।

হিন্দু ধর্মের এক প্রকার বিবাহের নাম 'নিয়োগ প্রথা'। এই দুই ধর্মের দুই প্রকার বিবাহের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা প্রায় অভিন্ন। পরবর্তিতে উভয় প্রথাই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যদিও 'মো-তা' বা অস্থায়ী বিবাহের সাক্ষী ও প্রত্যক্ষ্যদর্শী অনেক সাহাবী ছিলেন তথাপি হজরত আলীর (রাঃ) যুগে মু-তা প্রথা অবৈধ হয়ে যায়। আর 'নিয়োগ' প্রথা মহামুণি পরাশর নিষিদ্ধ করে দেন। 'মো-তা' বিবাহ ইসলাম ধর্মে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করে। হজরত ইবনে আব্বাস, আব্দুল মালিক বিন- রা-বি, ইবনে আবু আমরাহ্ আল্ আনসারী, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ইয়াহিয়া বিন মালিক প্রমুখ সাহাবীগণ 'মু-তা' প্রথার পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের ও হজরত আলী ইবনে আবু-তালিবের প্রচন্ড বিরোধিতার মুখে তা টিকে থাকতে পারেনি। এক পর্যায়ে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের, ইবনে আব্বাসকে উদ্দেশ্য করে বলেন-'আল্লাহ্র কসম আরেকবার এ কাজটি যে করবে আমি তাকে পাথর মেরে হত্যা করবো'। এ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হজরত আলী (রাঃ) বলেন-'নবীজী খয়বরের যুদ্ধে অস্থায়ী বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। 'নিয়োগ-প্রথা' বিষয়ে পরে আলোচনা হবে, তার আগে আরেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যাক।

অন্তবিষঃ ময়া-হোতা --বহির্ভাগে মনোরমাঃ
গুঞ্জাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদৈবহি। (মনুসংহিতা)

অর্থাৎ- নারী জাতি সর্বদা ই গুঞ্জাফলের ন্যায় বাইরে মনোহর। নারীর অধরে পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এ জন্যই তাদের অধর (ঠোঁট) আস্বাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন (প্রহার ) করা কর্তব্য।

নারীকে (প্রহার করা) পেটানোর জন্য নবী মুহাম্মদ (দঃ) অন্য ভাবে বলেছেন-
'ওয়াল্লা-তি তাখা-ফু-না নুশু-জাহুন্না ফাআ-জিহুন্না ওয়াহজুরু-হুন্না ফি আল্মাদা-জিয়ি ওয়াদরিবুহুন।' (সুরা নিসা,)
অর্থাৎ- নারী যদি পুরুষের অবাধ্য হয়, যদি নারী বিদ্রোহ করে, তাদেরকে প্রথমে বুঝাও, তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমার বিছানায় আসতে নিষেধ করো, তাতে ও যদি বশ না মানে, তাদেরকে প্রহার করো, পেটাও।
নারীকে পেটানোর আইডিয়াটা বোধ করি হজরত ওমরের (রাঃ) আবিস্কার। নারীর প্রতি হজরত ওমরের (রাঃ) চিরদিনের ক্রোধ লক্ষ্য করা যায় তার পারিবারিক জীবনের অনেক ঘঠনায়। একবার হজরত হাফসাকে স্বীয় স্বামী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে বেয়াদবী করার কারণে হজরত ওমর মেরেই ফেলতেন যদি না নবীজী তাকে বারণ করতেন।
হজরত ঈয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণীত- 'নবীজী নারীকে পেটাতে নিষেধ করেছেন বহুবার কিন্তু একদিন হজরত ওমর (রাঃ) যখন নবীজীর কাছে এসে বল্লেন যে, দেশের স্ত্রীগণ স্বামীর অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে তখনই আল্লাহ্র রাসুল নারী পেটানোর আয়াত নাজিল করেন। সাথে-সাথে অনেক মহিলা নবীজীর পরিবারকে ঘিরে প্রতিবাদ জানান। নবীজী তাদেরকে বলেন 'প্রতিবাদী নারী আল্লাহ্র অপছন্দ।'

কিন্তু দুঃখজনক হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুহাম্মদের (দঃ) জীবনে দুইজন বিদ্রোহী রমণী নবীজীকে জীবনের শেষপ্রান্তে অতীষ্ঠ করে তুলেছিলেন। তাদের একজন হজরত আবু বকর তনয়া বিবি আয়েশা, আরেকজন হজরত ওমরের দুলালী হজরত হাফসা। (রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহুমা। আল্লাহ্ তাদের উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হউন)।

উৎকৃষ্টায়া ভি-রূপায় বরায় সদৃশায়চ,
অপ্রাপ্তামপি তাং তসৈম কন্যাং দদ্যাদ যথাবিধি।

অর্থাৎ- কুলে আচারে উৎকৃষ্ট, সজাতী ও সরূপী বর পাইলে কন্যা বিবাহ-যোগ্য না হইলেও তাহাকে যথা-বিধানে 'সম্প্রদান' করিবে।
('সম্প্রদান' কোন বস্তু বা মাল এর মালিকানা বা সত্বাধিকার বদল। নারী প্রথমে তার পিতার মাল এবং বিয়ের পরে তার স্বামীর মাল। বিবাহিত নারীর ওপর তার স্বামীর আজীবন মালিকানা থাকে । এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও সে তার মৃত স্বামীর সম্পদ থেকে যায়। বাল্য-বিবাহ বিধিসম্মত কিন্তু বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রমতে মহাপাপ। )

নবী মুহাম্মদ নিজেই ছয় বৎসরের শিশু আয়েশাকে বিয়ে করে বাল্যবিবাহ জায়েজ করে গেছেন। 'সম্প্রদান' ব্যাপারে হজরত আয়েশার উক্তি-

'আল্লাহ্‌র রাসুল যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমার বয়স ছয়। আমার নয় বৎসর বয়সে নবীজী আমাকে তাঁর ঘরে তোলে নেন। শাওয়াল মাসের একদিন আমি আমার সঙ্গীদের সাথে খেলছিলাম। আমার মা উম্মে রুমান যখন আমার কাছে এসে চিৎকার করে ডাক দেন, আমি তখনও দোলনায় দোলছিলাম। মা আমাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে যান, আমি তখন গুন-গুন করে গান গেয়েছিলাম। আমি কিছুই বুজতে পারিনি, মা আমাকে দিয়ে কি করতে চান। সকালে যখন আল্লাহ্‌র রাসুল আসেন, মা আমাকে তাঁর হাতে 'সম্প্রদান' করেণ।' (সহীহ মুসলিম শরীফ ৩৩০৯)

অন্তবিষঃ ময়া-হোতা --বহির্ভাগে মনোরমাঃ
গুঞ্জাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদৈবহি।

মনু নারীকে গুঞ্জাফল ও গাভীর সাথে তুলনা করেছেন, মুহাম্মদ করেছেন সম্পদ (মাল) ও উটের সাথে। মনু বলেন- 'যেমন গবাদি গর্ভে উৎপন্ন বৎস গো-স্বামীর (গাভীর স্বামী) হয়, তেমনি পর পুরুষে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয়না ক্ষেত্রীরই হয়।'

'তথৈবা ক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রে প্রবাপিন /
কুর্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থংন বীজী লভতে ফলম।'

যদি কোন ব্যক্তি নিজ বীজ পরক্ষেত্রে বপন করে তবে বীজ বপনকারী সে ফল ভোগের কর্তা না হয়ে ক্ষেত্রই ফল ভোগের কর্তা হবেন'।

'ফলন্ত নভি সন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজি নাস্তথা /
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থ্যে বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী'।

নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনকারী পুরুষগণের মধ্যে "এই স্ত্রীতে আমাদের সন্তান উভয়ের হবে" এমন অভিসন্ধি না থাকলে উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রীরই হবে, কারণ বীজ অপেক্ষা যোনিই প্রধান।' উল্লেখ্য, 'নিয়োগ প্রথায়' স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ ছাড়া দেবর অথবা অন্য পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানো বেদানুযায়ী বৈধ। একটা উদাহরণ দেয়া যাক- 'শান্তনু রাজার পুত্র বিচিত্রবীর্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। ফলে তার মাতা মৎস্যগন্ধা

(পরবর্তিকালে সত্যবতী) বংশরক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি স্বপত্নী গঙ্গার পুত্র ভীষ্মদেবকে আহ্বান করেণ এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদনের প্রস্তাব করেণ। ভীষ্মদেব ইতিপূর্বে কোন কারণে জীবনে বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাই পুত্রোৎপাদনে ভীষ্মদেব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেণ। অনন্যোপায়ে সত্যবতী অবিবাহিত অবস্থায় পরাশর মুণির ঔরসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে যে তার (জারজ) সন্তান জন্মেছিল, তাঁকে আহ্বান করেণ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মায়ের আদেশ পালনার্থে তাতে সম্মতি জানান এবং তার দুই ভ্রাতৃবধু ও তাদের দাসীর গর্ভে একটি একটি করে মোট তিনটি পুত্রের অর্থাৎ ধুতরাষ্ট্র, পান্ডু, এবং বিদুরের জন্ম দান করেণ'। (- মহাভারত-)।

অন্যত্র মনু কিন্তু ভ্রাতৃবধুকে দেবরের মা এবং দেবরকে ভ্রাতৃবধুর ছেলে হিসেবে সম্মান দেখাতে বলেছেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধুর সাথে পুত্রোৎপাদনে সঙ্গম করা (মনুর ভাষ্যানুযায়ী) পরোক্ষভাবে মায়ের সাথেই সঙ্গম করা। আর এ কাজটি চলতে থাকবে, পুত্রোৎপাদনে যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত। তবে সুহৃদয় ভগবান মনু বিধবা রমণীদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো 'স্বামীর মৃত্যুকালে যদি তার (নারীর) যোনি অক্ষত থাকে। কিন্তু হায়, বিধি বাম। বিধবাদের এই সুখ টুকুও পরাশর মুণির সইলো না। নিয়োগ-প্রথা বা দেবরাদির দ্ধারা সন্তানোৎপাদনের কাজ যতই ঘৃণ্য, অশ্লীল এবং ন্যাক্যারজনক হোক, তা চালু থাকায় হতভাগিনী বিধবাদের দুরন্ত যৌবনজ্বালা নিবারণের কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মহামুণি পরাশর সেটাও সহ্য করতে পারলেন না, তিনি ঘোষনা দিলেন-

অম্বালম্ভং গবালম্ভং সন্যাসং পলপৈত্রিকং /
দেবরেণ সুতোৎপত্তি কলৌপঞ্চ বিবর্জয়েৎ। -(পরাশর সংহিতা)

অর্থাৎ- 'অশ্বমেধ গোমেধ যজ্ঞ, সন্নাস-অবলম্বন, মাংস দ্ধারা পিতৃ-শ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্ধারা পুত্রোপাদন এই পাঁচটি কলিকালে বর্জন করতে হবে।'

নবী মুহাম্মদ বলেন- *'আদ্‌দুনিয়া কুল্লুহুল মা'তা'।* এই পৃথিবীর সবকিছুই তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ। *'ওয়া খাইরু মাতা-ইদ্দুনিয়া আল্ মারআ-তুস্‌সালিহা।'* 'আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ (মাল) তোমাদের আমলদার স্বতী নারী'। অন্য হাদিসে নবীজী বলেন- 'আল্লাহ্ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাসী তোমাদের যারা দাসী খরিদ করে বিবাহ করতে চায় তারা যেন এই বলে দোয়া করে- হে প্রভু এই মহিলাকে শয়তানের কু-মন্ত্রনা থেকে বাঁচিয়ে রেখো, সে যেন আমার জন্য উপকারী হয়, তার মধ্যে যেন ভাল গুণ থাকে। আর এই দোয়া পড়বে তোমরা যখন উট খরিদ করো'।

নারীর যোনি যে পুরুষের চাষ-ক্ষেত্র, এ ব্যাপারে ভগবান মনুর সাথে নবীজী মুহাম্মদের (দঃ) মতের মিল আছে, দলিলে তার অনেক প্রমান পাওয়া যায়। হাদিসে আছে- 'মোহরানা দিয়ে তার (নারীর) যোনি খরিদ করে নিয়েছ বিধায় সেখানে যদৃচ্ছা গমন করতে পারো'। সমস্যাটি সৃষ্টি করেছিলেন সদ্য বিবাহিত আন্‌সারীদের এক মহিলা। মোহাজিরিনগণ যখন মদিনায় আসেন তন্মধ্যে একজন মোহাজির এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেন। ঐ মহিলা ইহুদীদের সাথে বসবাস করতেন বিধায় ইহুদীদের সঙ্গম পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। মক্কা থেকে আগত কুরায়েশ বংশীয় স্বামী যখন তার সাথে তার পেছন দিক থেকে সঙ্গম

করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেণ মহিলাটি এই বলে প্রতিবাদ করলো- ‘আমি উপুড় হয়ে শুইতে যাবোনা, তোমার পছন্দ না হয় বিছানা ত্যাগ করতে পারো।’ সমস্যাটার সংবাদ আল্লাহ্‌র রাসুলের কান পযন্র্ত পৌছিল। নবীজী কোরআনের বাণী দিয়ে সমস্যার আশু সমাধান করে দিলেন। ‘স্ত্রীগণ তোমাদের আবাদ ভুমি। তোমরা যখন তখন যেভাবে ইচ্ছা সেথায় গমন করতে পারো’। - (আল্ কোরআন)। আর স্ত্রীগণকে আদেশ দিলেন- ‘তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো, কোন অবস্থাতেই স্বমীগণ যেন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে না যায়।’ কিন্তু মুহাম্মদ (দঃ) ঋতুস্রাবকালে সহবাস নিষিদ্ধ করেছেন। তবে বলেছেন, ‘কেউ যদি ঐ সময় তা থেকে বিরত না থাকতে পারে, তা হলে সে যেন এক মুঠো খেজুর দান করে অথবা একজন ভিক্ষুক খাওয়ায়।’ ভিক্ষুক খাওয়ানো অথবা এক মুঠো খেজুর দান করার মধ্যে বেচারী স্ত্রীর লাভ-ক্ষতি কি মোটেই বুঝা গেলোনা, তবে ধর্ম-গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করে আমরা নারী বিষয়ে এই শিক্ষা পেলাম যে ‘নারী, পুরুষের উপভোগ্য শ্রেষ্ট মাল, উট সমতুল্য সম্পদ বই কিছু নয়’ (মুহাম্মদ) এবং ‘নারীগণ গুঞ্জাফল, কেবলই মিথ্যা পদার্থ’ (মনু)।

বিঃদ্রঃ- সদালাপে নিয়মিত লেখক নাজমা মোস্তফা ও জামিলুল বাসার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষন লক্ষ্যে লেখাটি পুনঃপ্রচারিত।